বাঁকুড়া জেলা স্কুল প্রাঙ্গনে ১৬৪তম ঐতিহাসিক হুল দিবস পালিত হয়ে গেল। হুল দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। এইদিনটিকে পালন করার জন্য জেলা এবং জেলার বাইরের প্রায় হাজার দশেক মানুষ ভীড় জমিয়েছিলেন।

ফুলকুশমায় হুলদিবস শুরুর আগে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ শনিবার সিপিআইএম বাঁকুড়ার জেলা সম্পাদক অজিত পতি জানান, হুল দিবস পালন করতে ফুলকুশমায় একটি সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চ হয়। এই সভায় ঝাড়খণ্ড দল সহ অন্যান্য বাম সমর্থিত দলও ছিল। অজিতবাবু জানান, বেলা ১১টা নাগাদ কর্মীরা মঞ্চের নীচে অল্প ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। পরে দেখা যায় একটা সুতলীর মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখা যায় দুটি বোমা মঞ্চের নীচে রাখা আছে। তারা বারিকুল থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অজিতবাবুর বক্তব্য, সন্ত্রাস তৈরি করা এবং মানুষকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই বোমাগুলি রাখা হয়েছিল।

যদিও পরে হুল দিবসের অনুষ্ঠান তারা পালন করে। এই অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ড অনুশীলন পার্টির আদিত্য কিস্কু, প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল হাসদা প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়ায় গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পেশাগত কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আততায়ীদের গুলিতে মারাত্মকভাবে জখম হলেন পুরুলিয়া শহরের এক যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওইযুবকের নাম জীতেন রজক। পুরুলিয়া শহরের রেনীরোড চুনাভাটি এলাকায় তাঁর বাড়ি। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ৬০এ জাতীয় সড়কের ধারে পুরুলিয়াতে তার একটি লণ্ড্রী রয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি লণ্ড্রী বন্ধ করে যখন বাইক নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন ঠিক সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা বাইক থেকে দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে পরপর দুটি গুলি চালায়। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও অন্যগুলিটি তাঁর বাঁদিকের গালে লাগে। ঘটনার পর বাইকসহ পড়ে যান তিনি। গুলির আওয়াজ পেয়ে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁর গালের অনেক গভীরে বিঁধে থাকা গুলি বের করতে না পারায় তাঁকে ঝাড়খণ্ডের টাটানগরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইন্দাস ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লক প্রশাসন ও ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রক্তদান করেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের ইন্দাস ব্লক শাখা সংগঠনের সভাপতি সুব্রত ঘোষাল, রোল চৌধুরী মহম্মদ তৈয়ব ইন্সটিটিশন (উঃ মাঃ)-এর সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সংগঠনের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। ইন্দাস ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্যালয় ও ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির বিশিষ্ট কর্মীগণও রক্তদান করেন। এই শিবিরে প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। যার মধ্যে সরকারী কর্মীদের সংখ্যা ছিল বেশি। বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল থেকে রক্তসংগ্রহ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সংহতিভবনে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাসের বিডিও সুচেতনা দাস ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফরিদা খাতুন প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

শিশুদের জন্য পার্ক চালু করল প্রশাসন, খুশি গ্রামবাসী

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্য সরকার স্কুলের উন্নয়নের পাশাপাশি খেলাধূলার প্রতিও নজর দেওয়ায় খুশি গ্রামের বাসিন্দারা। শুধু যে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে সমাজে ভালো মানুষ তৈরি হয় না তা বুঝেছে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। ফলে গ্রামের ছেলেদের খেলাধূলার জন্য একটা শিশু উদ্যান তৈরি করে দিল প্রশাসন। সদ্য মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের গড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিপুর গ্রামে চালু হল একটা শিশু উদ্যান। ধুমধামের সাথে ফিতে কেটে উদ্যানের উদ্বোধন করলেন কান্দির মহকুমা শাসক অভীক কুমার দাস ও কান্দির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এম এম আজিজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অঞ্জন চৌধুরীর, ভরতপুর থানার ওসি মৃণাল সিংহ, গড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভুলি বেগম প্রমুখ। গ্রামবাসীদের বহু দিনের দাবি মেনে শেষ পর্যন্ত গ্রামের শিশুদের জন্য শিশু উদ্যান পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার গড্ডা গ্রামের বাসিন্দাদের কথায়, ‘‘আজও এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা অনুন্নত। শিক্ষার পাশাপাশি একটা শিশু উদ্যান করার জন্য আমরা বহুবার সরকার ও গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করেছিলাম। অবশেষে এই কাজ হয়েছে।

ফলে আমাদের শিশুরা খেলার সুযোগ পাবে। আমরা এতে খুশি। কান্দির মহকুমা শাসক অভীক কুমার দাস জানান, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে সমাজের গঠন অসমাপ্ত থেকে যায়। খেলাধূলাও প্রয়োজন আছে শরীর গঠনের ক্ষেত্রে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই রকম শিশু উদ্যান তৈরি করতে পারে। সরকারি প্রকল্পও আছে। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের আগ্রহ ও উদ্যোগ নিলেই এই উন্নয়নের কাজ হবে। ভরতপুরের গড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ধন্যবাদ জানাই। ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, বানভাসী বলে পরিচিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গড্ডা।

এলাকার বাসিন্দাদের বহু দিনের দাবি ছিল একটা শিশু উদ্যানের। শেষ পর্যন্ত আমরা সফল হয়েছি। ৩য় রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকায় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে এই উদ্যানটি তৈরি করা হয়েছে। কাশিপুর গ্রামের এই শিশু উদ্যান এলাকার কাশিপুর গ্রাম ছাড়াও শ্যামপুর, বালিচুনা, চাচোয়া সহ প্রায় ৬টি গ্রামের শিশুরা এখানে খেলবে। এতে আমরা খুব খুশি।

সিপিআইএম জেলা কমিটির রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক অজিত পতি জানান, পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রর উপস্থিতিতে বাঁকুড়া শহরের সিপিএম জেলা কার্যালয়ে এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর ১১ জন সদস্যের মধ্যে পুরোনো তিনজন প্রতিপ মুখার্জী, মনোরঞ্জন বসু, সরানন পাণ্ডে অব্যহতি নিলেন। বাকি ৮ জন রয়ে গেলেন। নতুন সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হয়ে এসেছেন অভয় মুখার্জী, স্বপন ঘোষ, পার্থপ্রতিম মজুমদার, সেখ ইউনিস, সুদীপ্ত পাত্র সহ সাতজন।

অজিতবাবু তাঁর বক্তব্যে জানান, সামনে লোকসভা নির্বাচন তাই দলকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ করার উদ্দেশ্যে এই বৈঠক।

বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে দিলীপ ঘোষের সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শুক্রবার বিষ্ণুপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাংগঠনিক বৈঠক করেন। এদিন শহরের যদুভট্ট মঞ্চে আয়োজিত বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য সংগঠনে অনেক ঢিলেমি এসেছে। আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে জেলায় জেলায় সাংগঠনিক বৈঠক করা হবে।

মূলত সেই লক্ষ্যে বিষ্ণুপুরে এদিন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিষ্ণুপুর সহ অন্যান্য যেসব এলাকায় মনে হতো বিজেপি দুর্বল বর্তমানে তা নেই। আগামী কয়েক মাসে সংগঠন

আরও মজবুত হয়ে যাবে। তাই এবার আমরা রাজ্যের ৪২টি আসনেই জয় পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগব। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্বপন ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক অমরনাথ শাখা প্রমুখ।

ভরতপুরে ৫ মহিলার রক্তদান ও মিশন নির্মল বাংলার প্রচারে খুশি এলাকাবাসী ও প্রশাসন

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ হিংসা করবেন না প্লিজ, আপনারা চেষ্টা করুন সফলতা মিলবে। ওরা পাঁচ, ওরা প্রমাণ করতে চায় যারা রাঁধে তারা চুলও বাঁধে। ওরাও সমাজে পুরুষের মতো কাজ করতে চায়। ওরা হলেন মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা নাজমুন্নেহার বেগম, হাসিনা বেগম, আমিনা খাতুন, জাহিরা বেগম এবং হাসনাহানা বেগম। বাড়ির কাজ, রান্নার কাজ সামাল দিয়ে ওরাই এখন মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের যে কোনও কাজে নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সে স্বেচ্ছায় রক্তদান হোক বা সমাজের উপকারের জন্য কোন সরকারি কাজের প্রচারই হোক। বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে কান্দির ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকে ওই পাঁচ জন মহিলার সহযোগিতায় ব্লক প্রশাসন আয়োজন করেছিল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। ওখানে পাঁচ জন এক সাথে রক্তদান করেন। মহিলাদের কাজে খুশি এলাকার সকল গ্রামবাসী থেকে প্রশাসনের আধিকারিকরা। খুশি কান্দির মহকুমা শাসক অভীক কুমার দাস ও ভারতপুর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী। পাঁচ মহিলার কাজে খুশি দুই আধিকারিকের সাফ কথা, এখন সমাজে এই ধরনের মহিলা ও পুরুষের খুব প্রয়োজন। তবেই আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারব। ওদের দেখে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। আমরা খুশি। ওরাই আমাদের দেশের গর্ব। নারীশক্তি এক হলে কতটা কাজ হতে পারে এটা তার উদাহরণ। স্বেচ্ছায় রক্তদান হোক বা সকালে উঠে মিশন নির্মল বাংলার প্রচার কাজই হোক, সবেতেই ওরা যে অকুতোভয় সেটা প্রমাণিত। ভরতপুরের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন ভরতপুরের প্রধান নূর আলম, শিক্ষক রফিকুল হাসান প্রমুখদের কথায়, ওই পাঁচ জন মহিলা আমাদের ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের ঝাঁসি ব্রিগেড। ওরা ব্লকের নারীশক্তিকে এক করে মিশন নির্মল বাংলার কাজ করছে। স্বেচ্ছায় ওরা সাধারণ হয়ে যে অসাধারণ কাজ করছেন তাতে আমরা খুশি। তবে মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা নাজমুন্নেহার বেগম, হাসিনা বেগম, আমিনা খাতুন, জহিরা বেগম এবং হাসনাহানা বেগম ওনাদের সাফ কথা, আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি (বন্দ্যোপাধ্যায়) কত কষ্ট করেন। আমাদের মতো সাধারণ সকল মেয়েদের জন্য কত প্রকল্প করে সাহায্য করে চলেছেন। আমরা অবসর সময়ে যে কাজ করছি এটা আমাদের কর্তব্য। এই সব কাজে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসা উচিত। গ্রামের বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওই পাঁচ জন মহিলার বাড়ির লোকেরাও এতে খুব খুশি।

অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ নিজের কাজের গন্তব্যে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত এক গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া-জামসেদপুর ৩২নং জাতীয় সড়কে পুরুলিয়া মফস্বল কাড়ামারা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পিতু মাহাতো (৪৫)। তাঁর বাড়ি এই থানারই টামনা এলাকায়। দুর্ঘটনার পর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে টামনা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ঘাতক গাড়িটির সন্ধা শুরু করেছে।

ভরতপুরে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ বাড়ির কাছে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি এক যুবক। খোঁজ খবর শুরু করে বাড়ির লোকজন। পরে পুকুরের জলে দেহ ভেসে ওঠে। এলাকার বাসিন্দারা দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু দেখে মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর থানার ভরতপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুকের নাম সুফল সেখ (২০)। বাড়ি ভরতপুর গ্রামে। যুবকের মৃগী রোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে। দেহ কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

লাখুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উন্নতির দাবিতে সরব এলাকাবাসী

শ্যামল রায়, মঙ্গলকোট ঃ মঙ্গলকোট ব্লকের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে লাখুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অবস্থিত। পরিষেবা নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন। একদিকে চিকিৎসক নেই, অন্যদিকে নেই কোনো পরিকাঠামো। তাই এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসকের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, লাখুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লাখুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ক্রমেই ভগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে। সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয়ে যায় অসামাজিক কার্যকলাপ। পরিত্যক্ত ঘরগুলোতে বসে জুয়া ও মদের আসর। দিনের বেলায় গরু, মোষ ও ছাগলের অবাধ বিচরণ। পাঁচিল না থাকার কারণেই এই ধরনের সমস্যা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একজন ফার্মাসিস্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে রোগী দেখেন। আরও জানা গেছে, সপ্তাহে একদিন চিকিৎসক এসে রোগী দেখেন। তবে একদিন নয়, প্রতিদিন স্থায়ী ডাক্তারের দাবিতে সরব বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই তাঁরা গণস্বাক্ষরযুক্ত চিঠি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতসহ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠিয়েছেন। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হোক, পাশাপাশি স্থায়ী ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হোক যাতে তাঁরা সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পান। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশার কারণে রোগীদের বর্ধমান শহরে অথবা কাটোয়া শহরে ছুটতে হয় পরিষেবার জন্য। অথচ লাখুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লাখুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও রকম চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না বলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষেরা। এলাকার প্রায় দেড় হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এলাকায় গরিব মানুষের বসবাস বেশি। তাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপরই নির্ভর করে থাকতে হয় ওই সব গরিব বাসিন্দাদের। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই বললেই চলে। ফলে বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ধীরে ধীরে ভগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে লাইট ও ফ্যান চুরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন একটি পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা ঘটায় গ্রামের মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে দুষ্কৃতীরা হাসপাতালের সম্পদ লুট করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সাধারণের মানুষের মনে। এমনকি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও

প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নতির দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষ মেহেবুব চৌধুরী জানিয়েছেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে আমরা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করছি এবারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন হবে তেমনি সপ্তাহের প্রতিদিন যাতে চিকিৎসক থাকেন তারও উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ **আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী**
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর (নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- **উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।**
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017